ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 048 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৪৮ ● কলকাতা ● ০৬ ফাল্গুন, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

অভিষেকের চ্যাট ফাঁসে নড়ে বসল নির্বাচন কমিশনও!

রোল অবজার্ভার মুরুগানের ব্যাখ্যা তলব

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে নড়েচড়ে বসল জাতীয় নির্বাচন কমিশনও। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে হোয়াটসঅ্যাপে নির্দেশ দিয়ে কমিশন এসআইআর-এর কাজ করাচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছিলেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতা। প্রমাণ স্বরূপ কমিশনের রোল অবজার্ভার সি মুরুগানের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।স্পেশ্যাল রোল অবজার্ভার সি মুরুগানের নাম করে অভিষেক সরাসরি অভিযোগ করেন, একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ভোটারদের নথি গ্রহণ করা হবে কি হবে না তা নিয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অভিষেক

এরপর ৬ পাতায়

পর্ব 207

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

কোন এক বিশিষ্ট পাখীর অধ্যয়ন কর। তার হাবভাবের অধ্যয়ন কর। তার 'ওরা'র অধ্যয়ন কর। সে যখন বলছে, তখন তার আভামণ্ডলের উপর হওয়া প্রভাবের অধ্যয়ন কর, তাহলে তার আভামণ্ডল থেকে বুঝতে পারবে যে সে কি বলছে। দেখ, উপরের ডালের উপর বসা ঐ পাখী খুব জোরের সঙ্গে কিছু বলছে, তার কথা মানা হচ্ছে না, তাই আরও জোর দিয়ে বলছে।"

ক্রমশঃ

বুধবারেও হল না আইপ্যাক মামলার শুনানি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আজও শুনানি হল না IPAC মামলার। পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করলেন বিচারপতি। ১৮ মার্চ হবে মামলার পরবর্তী শুনানি। সলিসিটর জেনারেল বলেন, 'আমরা আজকের মধ্যেই রিজয়েন্ডার ফাইল করব। রাজ্যের তরফে বলা হয় আগে ইডি বলুক কীভাবে তাঁদের কীভাবে ওয়েপনাউজড করা হচ্ছে।' আদালতের তরফে জানানো হয়েছে, 'এসজি জানিয়েছেন আজকের মধ্যেই সম্ভবত ফাইল হবে।এর আগেও শুনানি পিছিয়েছে IPAC মামলার। সূত্রের খবর, সে সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী কপিল সিব্বল অসুস্থ ছিলেন। সেই কারণেই আরও কিছুটা সময় চাওয়া হয় রাজ্যের তাঁর তরফে। সেই আবেদনে সম্মতি দিয়েছিল আদালত। ফলে পিছিয়ে যায় শুনানি। সলিসিট আর জেনারেল তুষার মেহতা প্রস্তাব দেন, আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি শুনানি হোক। তারপরেই আজ শুনানির কথা ছিল। কিন্তু সেটাও হল না।মামলা দোলের পরে নথিভুক্ত হল। ১৮ মার্চ হবে মামলার পরবর্তী শুনানি।'

আর্থিক পাচার মামলায় আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি এবং দফতরে হানা দিয়েছিল ইডি। সংস্থার তল্লাশি অভিযান চলাকালীন সেখানে উপস্থিত হন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তদন্তে বাধা এবং নথি কেড়ে নেওয়ার অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করে ইডি। গত শুনানিতে সওয়ালের জন্য সময় চান ইডির আইনজীবী। আজ আবার এই মামলার শুনানি ছিল সুপ্রিম কোর্টে।

সেদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ওইসব তাঁর দলের নথিপত্র। তাতে নির্বাচনী রণকৌশলের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র রয়েছে। সেসব ছিনতাইয়ের ষড়যন্ত্র করেছে ইডি, এই অভিযোগ তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, দলের স্বার্থে তিনি সেসব ফাইল সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। আর তাঁর এই পদক্ষেপেই ইডির সঙ্গে সংঘাত তৈরি হয়।

আইপ্যাকেইডি হামলার প্রতিবাদে তারপরের দিন যাদবপুর ৮বি বাসস্ট্যান্ড থেকে মিছিল করলেন মমতাবন্দ্যোপাধ্যায়ের। এরপরই একের পর এক ইস্যুতে বিজেপিকেতুলোধনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, " আমাকে আঘাত না করলে আমি ঘুমিয়েপড়ি, রামকৃষ্ণ বা কৃষ্ণ উপকথা শুনি। যদি আমাকে আঘাত করে, তাহলে পুনর্জীবন পাই। গতকাল আমি প্রাণ পাই। কী করবে, আমাকে জেলে ভরবে?"

রাসায়নিক ভর্তি ড্রামে বিস্ফোরণ, ঝলসে গেল ৪ শিশু

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাস্তার ধারে খেলছিল তারা। আচমকা পাশে রাখা রাসায়নিক ভরা ড্রামে বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণের জেরে আগুনে দগ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হল চার নাবালক। অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে পাশের পুকুরে ঝাঁপ দেয় এক নাবালক। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে। আহত নাবালকদের মধ্যে ৩ জনকে কলকাতার এমআর বাঙুর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা

দেন শওকত। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। বিস্ফোরণের কারণ খতিয়ে দেখতে কলকাতা পুলিশের বম্ব স্কোয়াড ও ডগ স্কোয়াডও ঘটনাস্থল ঘুরে দেখে। রাস্তা মেরামতির কাজে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল কি না, দাহ্য পদার্থ খোলা রাস্তায় কেন ফেলে রাখা হয়েছিল-তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন

এরপর ৩ পাতায়

বাবা হিন্দু, ছেলে মুসলিম, কোনো নথি ছাড়াই কীভাবে মিলল 'গ্রিন সিগন্যাল'? এবার নজরে AERO

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাবা হিন্দু আর ছেলে মুসলিম! এমন ঘটনা অস্বাভাবিক নয়। কোনো ব্যক্তি নিজের ধর্ম পরিবর্তন করতেই পারেন। বাংলার খ্যাতনামা গায়ক ও কবি কবীর সুমন তারই একটি পরিচিত উদাহরণ। কিন্তু ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) প্রক্রিয়ায় যদি এই ধরনের তথ্য কোনও যাচাই ছাড়াই নথিভুক্ত হয়, তা হলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের দায়িত্ব ও ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক।এদিকে, বাংলায় এসআইআর প্রক্রিয়ায় ERO ও AERO-দের ভূমিকা নিয়ে আগেও নানা সময়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিজেপির অভিযোগ, শাসকদলের চাপেই বহু ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত ভুল করা হয়েছে। কমিশন ইতিমধ্যেই কয়েকজন আধিকারিককে সাসপেন্ড করেছে এবং কিছু ক্ষেত্রে এফআইআরও দায়ের হয়েছে। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, যাঁরা অন্যায় নির্দেশ মানতে অস্বীকার করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কমিশন কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।ঠিক সেই প্রশ্নই এবার সামনে এল বাংলায় এসআইআর নিয়ে চলা টানাপোড়েনের মধ্যেই।

এসআইআর-এর শুনানি পর্ব ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। বর্তমানে চলছে স্ক্রুটিনি বা যাচাই পর্ব। আর এই যাচাই

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

রাসায়নিক ভর্তি ড্রামে বিস্ফোরণ, ঝলসে গেল ৪ শিশু

স্থানীয়রা। শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে চরম উদ্বেগ ছড়িয়েছে এলাকায়।ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার ঘটকপুকুর থেকে মধ্য খড়গাছি পর্যন্ত ৭ কিলোমিটার পিচ রাস্তার মেরামতির কাজ চলছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, কয়েক দিন আগে শুরু হয়েছে রাস্তা সংস্কারের কাজ। মঙ্গলবার ওই রাস্তায় প্রায় ২০০ লিটার লাইট ডিজেল অয়েল (এলডিও) বোঝাই একটি ড্রাম পড়ে ছিল। ড্রামের পাশেই খেলছিল ৮ থেকে ১০ বছর বয়সী চার পড়ুয়া। হঠাৎই বিকট শব্দে ফেটে যায় ড্রামটি। বিস্ফোরণের তীব্রতায় একজন শিশু মারাত্মকভাবে ঝলসে যায়। বাকি তিনজনও কমবেশি দগ্ধ ও আহত হয়। দহনযন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে এক নাবালক পাশের পুকুরে ঝাঁপ দেয়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, আহত শিশুদের নাম সাদিকুল মোল্লা, সামিউল মোল্লা, রায়হান মোল্লা এবং রিয়াজ হাসান মোল্লা। চারজনই স্থানীয় খড়গাছি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র। দুর্ঘটনার পরই স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধার করে তাদের নলমুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। তিনজনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁদের কলকাতার এমআর বাঙুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সাদিকুলের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। ঘটনার খবর পেয়ে ভাঙড় ডিভিশনের ডেপুটি কমিশনার সৈকত ঘোষ এবং ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা ঘটনাস্থলে পৌঁছান।

(২ পাতার পর)

বাবা হিন্দু, ছেলে মুসলিম, কোনো নথি ছাড়াই কীভাবে মিলল 'গ্রিন সিগন্যাল'? এবার নজরে AERO

প্রক্রিয়াতেই একের পর এক অনিয়ম ও গরমিল ধরা পড়ছে পর্যবেক্ষকদের নজরে। তেমনই একটি ঘটনায় চমকে গিয়েছেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া এলাকার এক ভোটারের তথ্য যাচাই করতে গিয়ে দেখা যায়, ভোটারের নাম শেখ রইস আলি- একজন মুসলিম যুবক। অথচ তাঁর বাবার নাম হিসেবে নথিভুক্ত রয়েছে ভুবনচন্দ্র বেরা, যিনি হিন্দু। কোনও নথি বা প্রমাণ ছাড়াই এই বাবার নামের সঙ্গে ভোটারকে লিঙ্ক করা হয়েছে এবং সেই তথ্য আপলোড করেছেন সংশ্লিষ্ট AERO। এই ঘটনায় রাজ্যের সিইও দফতরের প্রশ্ন, প্রয়োজনীয় যাচাই ছাড়াই কীভাবে এই ধরনের সংবেদনশীল লিঙ্কের অনুমোদন দেওয়া হল? রোল অবজার্ভারের সুপার চেকিংয়েই এই গরমিল ধরা পড়ে। বিষয়টি নিয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে রাজ্য।

মায়াপুরে অন্য রূপে অমিত শাহ, কেন নিজেকে শুধু 'ভক্ত' বললেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

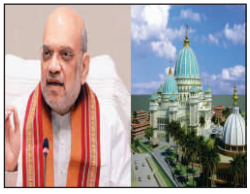

বিধানসভা নির্বাচনের আবহে মায়াপুর সফরে এসে নিজেকে চৈতন্য মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ ভক্ত হিসেবে তুলে ধরলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মহারাজের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি 'হরে কৃষ্ণ' ধ্বনি তোলেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভোটের মুখে শাহের এই মায়াপুর সফর এবং বৈষ্ণব ভক্তির বহিঃপ্রকাশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও তিনি এই সফরকে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক বলে অভিহিত করেছেন, তবুও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান কেন্দ্রে তাঁর এই উপস্থিতি এবং জনসংযোগ রাজ্য রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।শাহ জানান, দীর্ঘদিনের ইচ্ছা পূরণ করে এই পুণ্যভূমিতে এসে তিনি গভীর মানসিক শান্তি পেয়েছেন। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শুভেচ্ছাবার্তা ভক্তদের কাছে পৌঁছে দেন। তিনি স্পষ্ট করেন, এখানে তিনি কোনো সরকারি পদের গরিমায় নয়, বরং একজন সাধারণ ভক্ত হিসেবে আশীর্বাদপ্রার্থী। মহাপ্রভুর পবিত্র ধামে নিজের চেতনা জাগ্রত করার সুযোগ পাওয়ায় তিনি নিজেকে ধন্য মনে করছেন বলেও মন্তব্য করেন।

অন্তর্ঘাতের আশঙ্কা, সরকারি গাড়ি-চালক নিচ্ছেন না তারেক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঢাকা: দেশে ফেরার পরে প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসলেও প্রশাসনে থাকা জামায়াতপন্থীদের পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছেন না তারেক রহমান। তাই সরকারের দেওয়া গাড়ি প্রত্যাখান করলেন। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিজের সাদা টয়োটা গাড়িতেই যাতায়াত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শুধু সরকারি গাড়ি-ই যে নিচ্ছেন না, তা নয়।বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য আতিকুর রহমান রুমন জানিয়েছেন, সরকারি গাড়ি, সরকারি চালক ও জ্বালানি না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক। শুধু তাই নয়, তাঁর যাতায়াতের জন্য যাতে অকারণে যানজটের সৃষ্টি না হয়, তার জন্য কনভয়ে থাকা গাড়ির সংখ্যা কমানোরও নির্দেশ দিয়েছেন। এতদিন প্রধানমন্ত্রীর কনভয়ে ১৩ থেকে ১৪টি গাড়ি থাকত। সেই সংখ্যা কমিয়ে চার করা হয়েছে। রাজধানীতে প্রধানমন্ত্রীর যাত্রাপথে সড়কের দুই ধারে পোশাকধারী পুলিশের যে ব্যারিকেড করা হয় তা বন্ধ করতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদকে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।সরকারি কোনও চালক কিংবা সরকারের দেওয়া জ্বালানিও না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলেই দেশের ১১তম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছিলেন খালেদা পুত্র। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা ফিরবে?

জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে আনার দাবি উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের বিষয়ে শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল করে কাশ্মীরের বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা খর্ব করার পাশাপাশি উপত্যকার পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদাও কেড়ে নেওয়া হয়। জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখকে নিয়ে দু'টি আলাদা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরি করা হয়। কাশ্মীরকে যেভাবে পূর্ণ রাজ্য থেকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হয়েছিল, সেটা নিয়েও বিস্তর সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল কেন্দ্রকে।মঙ্গলবার শ্রীনগরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "জম্মু ও কাশ্মীর খুবই স্পর্শকাতর।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ইতিমধ্যেই আশ্বস্ত করেছেন, জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু এর জন্য নির্দিষ্ট কিছু প্রক্রিয়া রয়েছে। তবে এই বিষয়ে শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।" অন্যদিকে, জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন, রাজ্যের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের বিষয়টিতে প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগছে। তিনি বলেন, "আমরা আশা করেছিলাম এতদিনে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা পুনরুদ্ধার হয়ে যাবে। কিন্তু তা আমরা দেখতে পেলাম না। তবে আমরা আশা ছাড়িনি। কেন্দ্রের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আমরা নিয়মিত যোগাযোগে রয়েছি।"

মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(বাইশতম পর্ব)

একবার দুজন যুবক এল। দুজনেই রাজদ্রোহী। মা তাদের স্নান করতে পাঠালেন, তারা স্নান করে এলে তাদের দীক্ষা দিলেন। তারপর তাদের খাইয়ে দাইয়ে তাড়াতাড়ি অন্যত্র যেতে বললেন। এসব ছেলেদেরও দীক্ষা দিতে মা এতটুকু ভয় পেতেন না। মা তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দীক্ষা দিয়ে গেছেন। মা যখন উদ্বোধনে অত্যন্ত অসুস্থ তখন একদিন এক পারসী যুবক এসে উপস্থিত। তিনি মঠে অতিথি হয়ে কয়েকদিন ধরে বাস করছিলেন। এখন মায়ের কাছে এসেছেন তাঁকে দর্শন করতে এবং তাঁর কাছে দীক্ষা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

১৮ বছর ধরে বাস করছেন, সেই বাড়ির জন্য এবার বিপাকে হুমায়ুনের স্ত্রী মীরা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কখনও হুমায়ুনের স্ত্রী, কখনও মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছে নোটিস। ভোটে মুখে জেরবার 'জনতা উন্নয়ন পার্টি'-র প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন কবীর। কিছুদিন আগেই মাদক ব্যবসায় যুক্ত থাকার অভিযোগে হুমায়ুনের মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে হাজির হয় পুলিশ। আর এবার ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের নোটিস পেলেন হুমায়ুনের স্ত্রী মীরা সুলতানা।হুমায়ুন আরও উল্লেখ করেন, দলিলে হুমায়ুনের চার ভাইয়ের সইও আছে। হুমায়ুন বলেন, "বাড়ি তৈরি করে ১৮ বছর ধরে সেখানে বসবাস করছি। আসলে হুমায়ুন কবীর এখন গলার কাঁটা হয়ে আছে। তাই এসব করা হচ্ছে।" এদিকে, বিষয়টি পুরোপুরি প্রশাসনিক বলে উল্লেখ করেছেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তাঁর দাবি, আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে যে বাড়িতে হুমায়ুন সপরিবারে বসবাস করেন, সেই বাড়ি নিয়েই বিপত্তি। রেজিনগরে জলাজমির বুজিয়ে বাড়ি তৈরি করার অভিযোগ উঠেছে মীরা সুলতানার বিরুদ্ধে। ৭ দিনের মধ্যে

এরপর ৫ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সুকুমার পর্ণশবরীকেও এই তারারূপের মধ্যে রাখেন। "পর্ণশবরী ব্রাহ্মণ্য মতের কান্তার-দুর্গার নামান্তর। বৌদ্ধ তন্ত্রে ইনি পীতবর্ণ ত্রিমুখ ত্রিনেত্র ষড়ভুজ গাছের পাতা ও ময়ূরপুচ্ছ পরিহিত নবযৌবনপ্রাপ্ত, পীন খর্ব লম্বোদরী লোলজিহ্বা।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

অতীতের ভুলের পুনরাবৃত্তি নয়, 'বাঁধা' আসনে কে হবেন পদ্ম প্রার্থী?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোটের দিন ঘোষণা হয়নি। কিন্তু তার আগেই বাংলায় অন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ভোটের নির্ঘণ্ট জানিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। দেশজুড়ে রাজ্যসভার ৩৭টি আসনে ভোট হবে। তার মধ্যে বাংলা থেকেও রয়েছে ৫টি আসন। ফলে রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে কারা যাচ্ছেন দিল্লির উচ্চকক্ষে?এখন প্রশ্ন, বিজেপি কী আবার পরীক্ষা নিরীক্ষার পথে হাঁটবে, নাকি সংগঠনের ভিত মজবুত করার দিকেই যাবে? রাজ্যসভায় পাঠানো মুখটি যদি হয় আরেকটি 'চমক', তাহলে তার প্রভাব পড়বে সরাসরি ভোটবাক্সে। আর যদি শমীক ভট্টাচার্যের মতো অভিজ্ঞ, গ্রহণযোগ্য নেতৃত্বকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাহলে বিজেপি বাংলায় নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতা আরও বাড়াতে পারবে। সব মিলিয়ে বিজেপি কাকে রাজ্যসভায় পাঠায়, তার ওপরই অনেকটা নির্ভর করছে বাংলায় দলের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ। এই সিদ্ধান্ত যে নিছক সাংসদ নির্বাচন নয়, বরং বাংলার ভোটের আগে এক বড় রাজনৈতিক পরীক্ষা বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যসভার এই নির্বাচন ঘিরে নিজেদের রণকৌশল ঠিক করতে বিজেপি, এখন দেখার, বাংলা থেকে একটি আসনে শেষ পর্যন্ত কে জায়গা পান।বাংলা থেকে খালি হতে চলেছে মোট ৫টি আসন যার মধ্যে একটি নিশ্চিতভাবেই যাবে বিজেপির ঝুলিতে। আর এই একটি আসন ঘিরেই এখন রাজনৈতিক মহলে কৌতূহল তুঙ্গে। বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের আগে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল- বিজেপি তাদের রাজ্যসভা আসনে শেষ পর্যন্ত কাকে পাঠাতে চলেছে। বিধানসভা ভোটের ঠিক আগে এই সিদ্ধান্ত শুধুই সাংসদ বাছাই নয়, বরং বাংলায় দলের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্ট বার্তা বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকেরা। এক সময় যে ভুল সিদ্ধান্ত বিজেপিকে সংগঠনের ভিতরে ভিতরে দুর্বল করেছিল, তার পুনরাবৃত্তি হলে যে বড় মাশুল দিতে হবে, তা বুঝতে পারছে দলীয় নেতৃত্বও। তাই বিজেপির প্রার্থী কে হবেন, তা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে।

স্বাধীনতার পর বাংলা থেকে বিজেপির প্রথম রাজ্যসভা আসন পেয়েও দলের পরীক্ষিত নেতৃত্বকে উপেক্ষা করে বাইরের এক মুখকে তুলে আনার সিদ্ধান্ত ছিল মারাত্মক কৌশলগত ভুল। অনন্ত মহারাজ-এর মতো বিতর্কিত ও সীমিত প্রভাবের নেতাকে সংসদে পাঠিয়ে বিজেপি কার্যত নিজেদের সাংগঠনিক শক্তিকেই খাটো করেছিল। দলের কর্মীদের মধ্যে তৈরি হয়েছিল ক্ষোভ, আর সাধারণ ভোটারের চোখে গেরুয়া শিবির হয়ে উঠেছিল দিশাহীন। রাজ্যসভায় শমীক ভট্টাচার্যকে পাঠিয়ে এই ভুল কিছুটা হলেও সংশোধন করা হয়। দীর্ঘদিনের সংগঠক, যুক্তিনিষ্ঠ বক্তা এবং বাংলার রাজনীতির বাস্তবতা বোঝা এক নেতা হিসেবে শমীক সংসদে বিজেপির মুখ অনেকটাই উজ্জ্বল করেছেন। কেন্দ্রের নীতির পক্ষে যেমন তিনি দৃঢ়ভাবে সওয়াল করেছেন, তেমনই বাংলার স্বার্থে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন তুলতেও পিছপা হননি। তাঁর উপস্থিতিতে বিজেপি যে শুধু দিল্লিতে নয়, বাংলাতেও রাজনৈতিকভাবে আরও পরিণত হচ্ছে, এই বার্তাই পৌঁছেছে কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে।

(৪ পাতার পর)

১৮ বছর ধরে বাস করছেন, সেই বাড়ির জন্য এবার বিপাকে হুমায়ুনের স্ত্রী মীরা

জবাব তলব করা হয়েছে। হুমায়ুন কবীরের দাবি, একসময় ওই জমিতে নালা ছিল ঠিকই, তবে তা বোজানোর পরই জমি কিনেছেন তিনি।

তাঁর কাছে সব বৈধ নথি আছে বলে জানিয়েছেন হুমায়ুন। হুমায়ুনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, "আমার ডিড (দলিল) আছে। ওই জমিতে একটি নালা রেকর্ডে ছিল, কিন্তু কেনার সময় নালা ছিল না। ভরাট অবস্থায় ছিল। ২০০৩ সালে কেনার পর ২০০৫ সালে বাড়ি করা শুরু করি, পঞ্চায়েতের পারমিশন নিয়ে শুরু করি কাজ।" এটি রেজিনগরের ঠাকুর পরিবারের জমি ছিল বলে জানিয়েছেন তিনি।

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

তারেকের হাতে মোদীর আমন্ত্রণপত্র তুলে দিলেন ওম বিড়লা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তারেক রহমানকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক মঙ্গলবার বিকালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে দেখা করেন ভারতের লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা।বাংলাদেশ সফররত এসব উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল পৃথকভাবে সাক্ষাৎ করেন এবং পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন।

এ সময় সম্মানিত জামাতের আমিরের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দলটির কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর ও সংসদ সদস্য এটিএম আজহারুল ইসলাম, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও বিরোধী দলীয় হুইপ মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও সংসদ সদস্য সাইফুল আলম খান মিলন এবং আমীরে জামায়াতের বিদেশ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মাহমুদুল হাসান।দেশে ফেরার আগে বিদেশ সচিব দেখা করেন বাংলাদেশ জামায়াতের ইসলামিক আমীর শফিকুর রহমানের সঙ্গে।

তিনি বাংলাদেশের সংসদে বিরোধী দলনেতা নির্বাচিত হয়েছেন। এই সাক্ষাতের সময় দু'জনেই দু'দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আশা ব্যক্ত করেন।ওম বিড়লা এবং বিক্রম মিশ্রি, দুজনেই তারেক রহমানের শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পরে তারেক রহমানের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাতের ছবি এক্সে পোস্ট করে লোকসভার স্পিকার লেখেন, 'বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একটি গঠনমূলক বৈঠক এইমাত্র শেষ করেছি। আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পক্ষ থেকে থেকে পাঠানো একটি ব্যক্তিগত চিঠি তাঁর কাছে হস্তান্তর করেছি। চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁকে শুভকামনা জানিয়েছেন এবং সুবিধাজনক সময়ে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।'

ওম বিড়লা আরও লিখেছেন, 'ভারতের জনগণের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমাদের দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যকার দীর্ঘস্থায়ী অংশীদারত্ব আরও গভীর করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছি।'

জামায়াতে ইসলামী এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, মঙ্গলবার জাতীয় সংসদ ভবনে আমীরে জামায়াত ও জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎ অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ ও আন্তরিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ নিজ নিজ সরকারের পক্ষ থেকে ডা. শফিকুর রহমানকে বিরোধী দলীয় নেতা নির্বাচিত হওয়ায় আন্তরিক অভিনন্দন জানান। তাঁরা আশা প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণে তাঁর নেতৃত্বে দল ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করবে। এই প্রতিনিধিরা হলেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং টোবগের, যুক্তরাজ্যের ইন্দো-প্যাসিফিক বিষয়ক মন্ত্রী সীমা মালহোত্রা, ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি, তুরস্কের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ বেরিস একিনচির, পাকিস্তানের পরিকল্পনামন্ত্রী আহসান ইকবাল চৌধুরী ও নেপালের বিদেশ মন্ত্রী লেফটেন্যান্ট জেনারেল বালা নন্দ শর্মা।

বাংলাদেশ সফররত এসব উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল পৃথকভাবে সাক্ষাৎ করেন এবং পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন।

(৩ পাতার পর)

অন্তর্ঘাতের আশঙ্কা, সরকারি গাড়ি-চালক নিচ্ছেন না তারেক

পরেই প্রশাসনের তরফে তার জন্য বিশেষ গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু সেই গাড়িতে না চড়ে নিজের গাড়িতেই সংসদের দক্ষিণ প্লাজা থেকে বাড়ি ফিরেছিলেন। বুধবার সকালে নিজের সাদা টয়োটা গাড়িতে চেপে প্রথমে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে যান। সেখান থেকে শেরেবাংলা নগরের জিয়া উদ্যানে গিয়ে বাবা ও মায়ের সমাধিতে বিশেষ প্রার্থনা জানান। এর পর পৌঁছন সচিবালয়ে। মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে নিজের ব্যক্তিগত গাড়িতেই বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন।

(১ম পাতার পর)

অভিষেকের চ্যাট ফাঁসে নড়ে বসল নির্বাচন কমিশনও! রোল অবজার্ভার মুরুগানের ব্যাখ্যা তলব

অভিযোগ করেন, আরও বেশি সংখ্যক ভোটারদের নাম যাতে বাদ দেওয়া যায়, সেই প্রক্রিয়া তরান্বিত করতেই এ ভাবে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।এরই পরিপ্রেক্ষিতে রোল অবজার্ভার মুরুগানের ব্যাখ্যা চাইল নির্বাচন কমিশন।

সূত্রের খবর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজমাধ্যমে এই অনিয়মের অভিযোগে সরব হওয়ার পাশাপাশি হোয়াটসঅ্যাপে নির্দেশ দেওয়া নিয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই ওই রোল অবজার্ভারকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে তলব করা হয়েছে বলেও কমিশন সূত্রে খবর।

এ প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল বলেন, 'যা অভিযোগ এসেছে তার ভিত্তিতে আমি ব্যাখ্যা চাইব।'

বুধবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি চ্যাটের স্ক্রিনশট প্রকাশ করে অভিষেক লেখেন, 'নির্বাচন কমিশন কী মনে করেন যে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশাবলি প্রকাশ্যে অমান্য করা যেতে পারে? দেশের সর্বোচ্চ আদালত বারবার স্বচ্ছতা, যথাযথ প্রক্রিয়া এবং যোগাযোগের সরকারি পদ্ধতিগুলি মেনে চলার উপর জোর দিয়েছে। তবুও আমরা সরকারি এবং বিশ্বাসযোগ্য পদ্ধতির পরিবর্তে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে নির্দেশ দিতে দেখছি।'

সিনেমার খবর

পেছাতে পারে সালমানের 'ব্যাটল অব গালওয়ান' মুক্তি, নেপথ্যে কোন কারণ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের ভাইজানখ্যাত অভিনেতা সালমান খানের বিপদ যেন পিছু ছাড়ছে না। একটার পর একটা ঝামেলা লেগেই আছে। এবার নাকি 'ব্যাটল অব গালওয়ান' সিনেমা মুক্তি পেতে দেরি হচ্ছে। অথচ এর মধ্যেই নাকি পর্দায় এ সিনেমাটি দেখার জন্য আরও বাড়তে পারে ভক্ত-অনুরাগীদের প্রতীক্ষার প্রহর। বদলাতে পারে সালমান খানের 'ব্যাটল অব গালওয়ান' সিনেমার মুক্তির দিন-তারিখ।

বলিউড সূত্রে জানা গেছে, 'ব্যাটল অব গালওয়ান' সিনেমার নাকি কিছু অংশ পুনরায় শুটিং করতে হবে। স্বাভাবিকভাবে তার প্রোডাকশনের কাজও বাড়বে। আর সে কারণে সব মিলিয়ে বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

সুতরাং এপ্রিলে হয়তো সিনেমাটি মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে না। সে কারণে স্বাধীনতা দিবসকে আপাতত নাকি সিনেমা মুক্তির ডেডলাইন হিসাবে ধরেই এগোচ্ছে টিম 'ব্যাটল অব গালওয়ান'। যদিও সিনেমার পরিচালক, অভিনেতা কারও তরফ থেকে নিশ্চিতভাবে এখনো কিছু জানা যায়নি। খুব শিগগির এ সংক্রান্ত নিশ্চিত খবর সামনে আসতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে।

প্রথম থেকেই সালমানের অ্যাকশন ঘরানার 'ব্যাটল অব গালওয়ান' সিনেমা নিয়ে উৎসাহের অন্ত নেই ভক্ত-অনুরাগীদের। আর হবে না কেন? একে তো এ সিনেমাটি ২০২০ সালে গালওয়ান ভ্যালির ভারত-চীন সংঘাতের প্রেক্ষাপটে তৈরি, যেখানে কর্নেল বিকুমল্লা সন্তোষ বাবুর ভূমিকায় দেখা যাবে সালমান খানকে। যিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। জওয়ানের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য কড়া হোমওয়ার্কও করেছেন ভাইজান। শুটিং শুরুর আগে নিত্যদিন প্রেশার চেম্বারে ঘাম ঝরিয়েছেন। পরিবর্তন এনেছিলেন প্রতিদিনের খাদ্যাভ্যাসেও। এখন নতুন অবতারে এ সিনেমাতে ভাইজানকে বড়পর্দায় দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন সিনেমাপ্রেমী দর্শকরা।

এর আগে গত বছরের ২৭ ডিসেম্বর, জন্মদিনে বহু প্রতীক্ষিত দেশাত্মবোধক সিনেমা 'ব্যাটল অব গালওয়ান' সিনেমার টিজার প্রকাশ্যে এনেছিলেন সালমান খান। তবে পরিচালক অপূর্ব লাখিয়ার সিনেমার টিজার নিয়েও বিতর্ক কিছু কম হয়নি। বাস্তবে গালওয়ান সংঘাতে ভারতীয় সেনার কাছে প্রবল 'মার খেয়েছিল' চীনা সেনাবাহিনী। এ সিনেমার পর্দায় ভারতীয় সুপারস্টারের হাতে সেই 'লাল ফৌজ' নিধন দেখে ফুঁসে ওঠে বেইজিং। চীনের দাবি, বিকৃত তথ্যের সিনেমা দেখিয়ে ভারত জাতীয়তাবাদের উসকানি দিচ্ছে এবং চীনা সামরিক বাহিনীকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করছে।

শুধু তাই নয়, চীনা সংবাদমাধ্যমে 'ব্যাটেল অব গালওয়ান'কে ভারতের জাতীয়বাদ উসকানির 'অস্ত্র' বলে কটাক্ষ করা হয়েছে। সম্প্রতি এই সিনেমার 'মাতৃভূমি' গানটিও বিপুল সাড়া ফেলে দর্শক মনে। আর মাস দুয়েক পরই বড়পর্দায় 'ভাইজান'কে দেখার জন্য মুখিয়ে দর্শকরা। তারই মাঝে সিনেমা মুক্তি পিছিয়ে যেতে পারার খবরে স্বাভাবিকভাবে বেশ হতাশ অনুরাগীরা।

ধানুশের সঙ্গে বিয়ের আগেই মৃণাল ঠাকুরের প্রেম প্রকাশ্যে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

১৪ ফেব্রুয়ারি-ভালোবাসা দিবসে দক্ষিণী সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয় অভিনেতা ধানুশ ও বলি অভিনেত্রী মৃণাল ঠাকুর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে যাচ্ছেন। যদিও বিয়ে বা প্রেমের বিষয়ে এখন পর্যন্ত তারা কেউই কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করেননি। এর মাঝে সামাজিক মাধ্যমে চলছে নেটিজেনদের মাঝে তাদের বিয়ের গুঞ্জন।

এ তারকা জুটির বিয়ের আলোচনা-সমালোচনার মধ্যেই প্রকাশ্যে এলো মৃণাল ঠাকুরের পুরোনো এক প্রেমকাহিনি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রীর সাবেক প্রেমিক ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন বলে নিজেই জানিয়েছেন মৃণাল ঠাকুর।

ছোটপর্দা থেকে বড়পর্দায় তার যাত্রার সময়টি ব্যক্তিগত জীবনের জন্য বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল বলে জানান এ অভিনেত্রী। তার তৎকালীন প্রেমিক ছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশীল পরিবারের। অভিনেত্রীর ক্যারিয়ার ও ব্যস্ত জীবনের সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে সেই প্রেমিক সম্পর্ক বিচ্ছেদ করেন। মৃণাল বলেন, তার সাবেক বলেছিলেন— তোমার এই জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

তবে এ বিচ্ছেদকে এখন ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন মৃণাল ঠাকুর। অভিনেত্রী বলেন, ওই সময় সম্পর্কটি ভেঙে যাওয়া তার জন্য এক প্রকার আশীর্বাদ ছিল। তিনি মনে করেন, তাদের চিন্তাধারার যে অমিল ছিল, তাতে ভবিষ্যতে সন্তানের লালন-পালন নিয়ে আরও বড় ধরনের জটিলতা তৈরি হতে পারত বলেও মনে করেন মৃণাল ঠাকুর।

প্রিয়াংকার কাছে 'নাগিন'-এর প্রস্তাব নিয়ে যান একতা, শেষ পর্যন্ত যা ঘটেছিল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

'নাগিন' সিরিজের চরিত্রে বলিউড অভিনেত্রী প্রিয়াংকা চোপড়া— একতা কাপুরের নাকি এমনই পরিকল্পনা ছিল। 'দেশি গার্ল'খ্যাত অভিনেত্রীকে নাগিন রূপে সাজাবেন তিনি। ছোটপর্দায় একতার 'নাগিন' খুবই জনপ্রিয়। মৌনী রায়, নিয়া শর্মা থেকে শুরু করে তেজস্বী প্রকাশ— অনেক অভিনেত্রীকেই দেখা গেছে এ চরিত্রে। কিন্তু একতার নিশানায় প্রথমে ছিলেন প্রিয়াংকা চোপড়া। কিন্তু কেন সেই ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যায়? সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সে কথাই জানালেন নির্মাতা একতা কাপুর।

ছোটপর্দার আগে বড়পর্দায় 'নাগিন' নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন নির্মাতা একতা কাপুর। এক অভিনেত্রী নাকি রাজিও হয়েছিলেন। অনুরাগীদের ধারণা— সেই অভিনেত্রী প্রিয়াংকা চোপড়া। এ নির্মাতা বলেন, পৌরাণিক কাহিনি নিয়ে এ দেশের মানুষের প্রবল আগ্রহ। দাদু-দিদার কাছে এসব গল্প শুনেই আমরা বড় হয়েছি। ভারতের বাচ্চারা জানে, নাগিন প্রতিশোধ নেয়। আমরা 'ব্যাটম্যান', 'সুপারম্যান'-এর মতো ছবি দেখি। কিন্তু নিজেদের লোককথা পর্দায় দেখাই না।

একতা কাপুর বলেন, আমি প্রথমে 'নাগিন'-কেই সিনেমাই বানাতে চেয়েছিলাম। দুই বড় তারকার কাছে আমি প্রস্তাবও নিয়ে গিয়েছিলাম। একজন প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। যিনি রাজি হয়েছিলেন, তিনি পরে আমেরিকা চলে গেলেন। তখনই আমি ছোটপর্দায় 'নাগিন' নিয়ে আসার পরিকল্পনা করি।

একতার এ মন্তব্যেই অনুরাগীরা অনুমান করেন, নিশ্চয়ই প্রিয়াংকাই রাজি হয়েছিলেন নাগিন চরিত্রে অভিনয় করতে। প্রিয়াংকার অনুরাগীরা নতুন করে নাগিন চরিত্রে অভিনেত্রীকে দেখার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে ওঠেন। তবে অতীতে একতা নিজেই জানিয়েছিলেন— তিনি প্রিয়াংকা ও ক্যাটরিনা কাইফের কাছে এ ছবির প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন। 'দ্য ডার্টি পিকচার' সিনেমার পর 'নাগিন' তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি।

নামিবিয়াকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে সুপার এইটে পাকিস্তান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের বিপক্ষে ভরাডুবির পর বাঁচা-মরার ম্যাচে নামিবিয়াকে ১০২ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়ে সুপার এইট নিশ্চিত করেছে পাকিস্তান। সাহিবজাদা ফারহানের সেঞ্চুরিতে বড় পুঁজির পর বোলারদের দায়িত্বশীল ভূমিকায় জয় নিশ্চিত করেছে সালমান আলী আঘার দল।

বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) 'এ' গ্রুপের শেষ ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে ২০০ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ১৭.৩ ওভারে সব কটি উইকেট হারিয়ে ৯৭ রানে থেমেছে নামিবিয়া।

জয় সহজে আসলেও মাঠে নামার আগে জটিল সমীকরণের সামনে ছিল পাকিস্তানের সামনে। পা ফসকালেই ছিল বিপদ। তিন ম্যাচের সব কটি জিতে আগেই 'এ' গ্রুপ থেকে সুপার এইট নিশ্চিত করেছে ভারত। ৪ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে থেকে সে দৌড়ে ছিল যুক্তরাষ্ট্রও। সমান পয়েন্ট থাকলেও, নেট রান রেটে পিছিয়ে থাকায় তিনে ছিল পাকিস্তান। ফলে এ ম্যাচ হারলে আসর থেকেই বাদ পড়ে যেত তারা।

এমন বাঁচা-মরার ম্যাচে ব্যাটে-বলে দাপট দেখিয়েছে আলী আঘার দল। টস জিতে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে মাত্র ৩ উইকেট হারিয়ে ১৯৯ রান সংগ্রহ করে তারা। ৫৮ বলে ১১ চার ও ৪ ছক্কায় ১০০ রানে অপরাজিত থাকেন ওপেনার সাহিবজাদা ফারহান। এছাড়া সালমান ২৩ বলে ৩৮ আর শাদাব খান খেলেন ২২ বলে ৩৬ রানের অপরাজিত ইনিংস। নামিবিয়ার হয়ে ৪৮ রান খরচায় সর্বোচ্চ ২ উইকেট তুলে নেন জ্যাক ব্রাসেল।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভালো হলেও ওপেনিং জুটি ভাঙার পর ঘুরে দাঁড়াতে নামিবিয়া। নিয়মিত উইকেট হারিয়ে লড়াই শুরুর আগেই আত্মসমর্পণ করে বসে তারা। দলের হয়ে ২২ বলে সর্বোচ্চ ২৩ রান করেন লউরেন স্টিনক্যাম্প। ২০ বলে ২০ রান করেন অ্যালেক্সান্দার বুসিং-লভশেঙ্ক। পাকিস্তানের পক্ষে ১৬ রান খরচায় সর্বোচ্চ ৪ উইকেট নেন উসমান তারিক। ১৯ রান খরচায় ৩ উইকেট নিয়েছেন শাদাব খান।

অপরাজিত থেকে সুপার এইটে দক্ষিণ আফ্রিকা

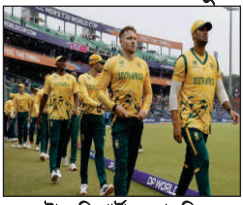

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গ্রুপ পর্বে উড়ন্ত পথচলা অব্যাহত রেখে আরেকটি জয় তুলে নিল দক্ষিণ আফ্রিকা। অপরাজিত থেকেই সুপার এইট নিশ্চিত করেছে গত বিশ্বকাপের রানার্স-আপরা। শেষ ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরাতকে সহজেই হারিয়েছে তারা।

বুধবার দিল্লিতে দিনের প্রথম ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরাতকে ৬ উইকেটে হারায় দক্ষিণ আফ্রিকা। আগে ব্যাট করে আমিরাত ৬ উইকেটে তোলে ১২২ রান। জবাবে মাত্র ১৩.২ ওভারে লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলে প্রোটিয়ারা।

ডি গ্রুপে চার ম্যাচের সবকটিতে জয় পেয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। অন্যদিকে চার ম্যাচে মাত্র এক জয় নিয়ে টুর্নামেন্ট শেষ করেছে আমিরাত।

টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরুতে ঝড় তোলেন আমিরাত অধিনায়ক মোহাম্মদ ওয়াসিম। তবে ১২ বলে ২২ রানের বেশি এগোতে পারেননি তিনি। এরপর ৫ চার ও ১ ছক্কায় ৩৮ বলে ৪৫ রান করেন আলিশান শরাফু। দলের আর কোনো ব্যাটার ১৫ রান ছুঁতে পারেননি।

দক্ষিণ আফ্রিকার বোলাররা ছিলেন নিয়ন্ত্রিত। ৪ ওভারে মাত্র ১২ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন করবিন বশ। ১৭ রানে ২ উইকেট শিকার করেন জর্জ লিন্ডা।

রান তাড়ায় বড় ইনিংস না খেলেও আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে ম্যাচ একপেশে করে ফেলে দক্ষিণ আফ্রিকা। এইডেন মার্করাম ১১ বলে ২৮, রায়ান রিকেলটন ১৬ বলে ৩০ এবং ডেওয়াল্ড ব্রেভিস ২৫ বলে ৩৬ রান করেন।

সুপার এইটে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিপক্ষ হিসেবে অপেক্ষা করছে ভারত, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও জিম্বাবুয়ে।

অভিশেককে শুরুতেই এক রান নিতে বললেন গাভাস্কার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আইসিসি টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর ব্যাটসম্যান হয়েও বিশ্বকাপে এখনো রানের খাতা খুলতে পারেননি অভিশেক শর্মা। দুই ম্যাচে শূন্য রানে আউট হওয়া এই ভারতীয় ওপেনারকে নিয়ে উদ্বেগ থাকলেও সাবেক অধিনায়ক সুনীল গাভাস্কার দেখছেন ভিন্ন ছবি। তার বিশ্বাস, অভিশেক এখনও ভালো ফর্মেই আছেন শুধু শুরুটা ঠিক করতে হবে।

বিশ্বকাপে অভিষেক ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে প্রথম বলেই ছক্কা হাঁকাতে গিয়ে সীমানায় ধরা পড়েন অভিশেক। পরের ম্যাচে পেটের সমস্যার কারণে খেলতে পারেননি। পাকিস্তানের বিপক্ষে দলে ফিরে চার বল খেলে শূন্য রানেই ফেরেন। ফলে টুর্নামেন্টে এখনো রানের দেখা পাননি তিনি।

তবে গত দেড় বছরে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের কারণেই আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে অবস্থান করছেন এই ২৫ বছর বয়সী ব্যাটার। বিশ্বকাপের ঠিক আগে নিউজিল্যান্ড সিরিজে ৩৫ বলে ৮৪ ও ২০ বলে ৬৮ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলেন। যদিও একই সময়ে কয়েকটি গোল্ডেন ডাকও রয়েছে তার নামের পাশে। সবশেষ ছয় ইনিংসের চারটিতেই শূন্য রানে ফিরেছেন তিনি।

স্পোর্টস টুডেকে দেওয়া বক্তব্যে গাভাস্কার বলেন, অভিশেকের জন্য পরামর্শ খুবই সহজ—শুরুতে একটি সিঙ্গল নিশ্চিত করা। তার মতে, দ্রুত এক রান নিয়ে চাপ কাটিয়ে উঠতে পারলেই স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসতে পারবেন অভিশেক। সেট হয়ে গেলে বড় ইনিংস খেলতে তার সক্ষমতা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই বলেও মন্তব্য করেন ভারতের এই কিংবদন্তি ওপেনার।

গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে আহমেদাবাদে ভারত মুখোমুখি হবে নেদারল্যান্ডসের।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR